১.

কুদরত মাছটার দিকে তাকালো। মাছটাও কুদরতের দিকে তাকালো। অন্তত গল্পের শুরুতে তেমনটাই মনে হচ্ছে। কুদরত আর মাছটা একে অপরকে দেখছে।

মাছটার নাম তেলাপিয়া। না, কথাটা ঠিক হলো না। তেলাপিয়া তো প্রজাতির নাম। কোটি কোটি তেলাপিয়া আছে। সবাই তেলাপিয়া। অতএব আমাদের এই নির্দিষ্ট তেলাপিয়া মাছটার একটা নাম দেয়া যাক। গল্পের খাতিরেই আপাতত মাছটার নাম দেয়া যাক, ঊর্মিমালা। তেলাপিয়া নদী বা সমুদ্রে থাকে না। শান্ত পুকুরে হয়। ইদানীং চাষের জন্যে বানানো জলাশয়েও হয়। কাজেই ঊর্মি বা ঢেউ সেখানে নেই। কিন্তু এই তেলাপিয়া মাছটার শরীরেই কেমন একটা ঢেউয়ের ছটা আছে। তাছাড়া, জানা মতে, মাছের নামকরণে আকিকা কিংবা রেজিস্ট্রি টাইপ কিছু লাগে না। কাজেই এই তেলাপিয়া মাছটাকে ঊর্মিমালা বলে ডাকা যাক। বিশ্বাস করুন, শুনতে ভালো লাগবে তাতে।

কুদরত প্রাণ ভরে দেখছে ঊর্মিমালাকে, মন ভরে দেখছে। যতোই মন-প্রাণ দিয়ে দেখছে ততোই সে ঊর্মিমালার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। এই প্রেমের সঙ্গে ভোগও আছে, কামনাও আছে। কেননা, ঊর্মিমালাকে দেখেই কেমন জিভে পানি এসে যায়। সে একদম যাকে বলে পরিপক্ব একটা মাছ। এমন মাছ তার ভাঁজে ভাঁজে স্বাদ জমিয়ে রাখে। তার তেলতেলে কালচে প্রশস্ত শরীর সমীহ জাগায়। কুদরত আলতো করে, মোলায়েম করে, ঊর্মিমালার শরীরে হাত বুলায়। স্পর্শ কি অনুভবের সবচেয়ে নিকটতর? ঊর্মিমালার শরীরে হাত বোলানোর সাথে সাথে কুদরতের শরীরেও কেমন শিহরণ খেলা করে। সে ভাবতে থাকে, ঊর্মিমালাকে আজ তার মতো করে সাজাবে।

ওজনে ঊর্মিমালা ঠিক এক কেজি দুশো গ্রাম। সাধারণ তেলাপিয়ার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ আকারে বড় সে। মাছ না হয়ে মানুষ হলে, ঊর্মিমালাকে মুটকি বলা যেতো। কিন্তু মাছের বিবেচনায় এইটাই সবচেয়ে উপযুক্ত আকার। এর চেয়ে বড় হলে মাছটা মোলায়েম থাকতো না, আবার ছোট হলে তেলতেলা হতো না। মাছ, পৃথিবীর পরিষ্কারতম প্রাণ, জলের তলায় থাকে সে। মাছের গায়ে হাত বোলালে সাঁতারের একটা অনুভব কুদরতের হাতে লেগে যায়। আবার মাছটাকেও অনুভব করা যায়। স্পর্শ এমন এক অনুভূতি যার আমেজ ও স্মৃতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, লেগে থাকে। কুদরত একাগ্রচিত্তে আবার ঊর্মিমালার